দামুড়হুদায় ভ্রাম্যমান আদালতে তিন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে জরিমানা

দামুড়হুদায় মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য ও মূল্য তালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে তিনটি প্রতিষ্ঠানের মালিক কে জরিমানা করেন ভ্রাম্যমান আদালত।

আজ রবিবার বেলা সাড়ে ১২টার দিকে ডুগডুগি বাজারে ২টি মুদিখানা ও একজন সার ব্যবসায়ীকে ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে জরিমানা করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গা ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারি পরিচালক সজল আহমেদ এ সময় সহযোগিতা করেন জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা রাশেদুজ্জামান।

জানা যায় দামুড়হুদা উপজেলার ডুগডুগি বাজারে মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য ও পণ্যের মূল্য তালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে দোষী সাবস্ত করে ভোক্তা সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩২/ ৫১ ধারায় রাজিব স্টোর মালিক কে ২০০০ টাকা হালিম ট্রেডার্স এর মালিক কে ৫০০০ টাকা ও শামীম ট্রেডার্স এর মালিক কে ২০০০টাকা জরিমানা করেন ভ্রাম্যমান আদালত। সকলে জরিমানার টাকা পরিশোধ করে মুক্ত হন। এ সময় ভ্রাম্যমান আদালতের সহযোগিতা করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ।

দামুড়হুদায় যুবদলের ৪৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আনন্দ মিছিল

দামুড়হুদায় যুবদলের ৪৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে বিশাল এক আনন্দ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রোববার সকাল ১১টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির কার্যালয়ের সম্মুখ থেকে বিশাল এক আনন্দ মিছিল বার হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা যুবদলের আয়োজনে মিছিলটি দামুড়হুদা উপজেলার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে মোটরসাইকেল শোডাউন দিয়ে জেলার অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

দামুড়হুদা উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব মাহফুজুর রহমান মিল্টন ও যুগ্ম আহবায়ক আরিফুল ইসলাম আরিফের নেতৃত্বে মিছিলটি অনুষ্ঠিত হয়।

মিছিলে অংশ নেন উপজেলা যুবদলনেতা সেলিম, মাহাফুজুর রহমান জনি, লাভলু, আমিনুল ইসলাম রশিদ, ইমতিয়াজ হোসেন, শওকত আলী, ইজাজুল, আরিফ, উপজেলা ছাত্র দলের আহ্বায়ক আফজালুল রহমান সবুজ, সহ শত শত নেতাকর্মীবৃন্দ প্রমুখ।

দামুড়হুদায় ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে কলেজ ছাত্রের মৃত্যু

দামুড়হুদা বাসট্যান্ড সংলগ্ন হাঁটের সামনে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে আব্দুল ওদুদ শাহ ডিগ্রি কলেজের এক ছাত্রের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। আজ রবিবার (২৭ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে এ দূর্ঘটনা ঘটে। মৃত্যু বরণকারী হলো দামুড়হুদা চিৎলা গোবিন্দহুদা গ্রামের মিলনের ছেলে রাকিব (১৮)।

জানাগেছে দামুড়হুদা উপজেলার সদর বাসট্যান্ড সংলগ্ন হাট চালির সামনে সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে আব্দুল ওদুদ শাহ ডিগ্রি কলেজে একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী প্রথম বর্ষের ছাত্র মৃত রাকিব মোটরসাইকেল যোগে কলেজে পরিক্ষা দিতে এসেছিলো। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস কলেজে ঢুকার আগেই হাঁটচালির সামনে একটি পাখি ভ্যানের এক্সেলে বেঁধে ছিটকে পিচ রাস্তার উপর পড়ে যায় অপর দিক থেকে দ্রুত গতিতে আসা একটি ট্রাকের পেছনের চাকার নিচে পরে। এতে ঘটনাস্থলেই মোটরসাইকেলের পেছনে বসে থাকা রাকিব মৃত্যু বরণ করে। মোটরসাইকেল অপর দুই আরোহী গুরুতর আহত হলে তাদেরকে স্থানীয়রা দ্রুত উদ্ধার

করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে প্রেরণ করেন। সংবাদ পেয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। এসময় ট্রাকটি উদ্ধার করে দামুড়হুদা মডেল থানা হেফাজতে নেওয়া হয়। ট্রাকের নাম্বার হলো ঢাকা মেট্রো ট ২২- ৫৮২৩। নাবিল কোম্পানীর ট্রাকটি মাছের ফিড নিয়ে রাজশাহী থেকে দর্শনার উদ্দেশ্যে আসছিলো। পতিমধ্যে এ দূর্ঘটনার কবলে পড়ে।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হুমায়ুন কবির বলেন, ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে একজন কলেজ ছাত্র নিহত হয়েছেন ময়না তদন্তের জন্য লাশ চুয়াডাঙ্গা মর্গে পাঠানো হয়েছে ঘাতক ট্রাকটি থানা হেফাজতে নেওয়া হয়েছে মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

দামুড়হুদায় বিএনপির সভাপতি ও সম্পাদককে নেত্রীবৃন্দের ফুলের শুভেচ্ছা প্রদান

দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সভাপতি মোঃ মনিরুজ্জামান মনির (কার্পাসডাঙ্গা কলেজের সভাপতি) ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ রফিকুল হাসান তনু (আব্দুল ওদুদ শাহ্ ডিগ্রি কলেজের সভাপতি) মনোনীত হওয়ায় ফুলেল শুভেচছা প্রদান করা হয়েছে।

আজ শনিবার বিকেলে দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির কার্যালয়ে নাটুদহ ইউনিয়ন যুবদলের পক্ষ থেকে তাদেরকে ফুলেল শুভেচছা দেয়া হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন যুবদল নেতা ইমান আলী, মিজানুর রহমান, আজিমুল, আকাশ গাজি, আব্দুল হাকিম, হাশেম, রণি, মেহেবুব আলম, রাজু, আরিফুল, ওয়াহেদ গাজি, আল মেরাজ, আমিদ হাসান, রফিকুল, ইয়াকুব, রাহুল প্রমুখ।

দামুড়হুদায় ঘূর্ণিঝড় দানা’র প্রভাবে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি!

দামুড়হুদায় ঘূর্ণিঝড় দানার প্রভাবে টানা বৃষ্টিতে পাকা আমন ধান গাছ, আগাম ভুট্টার লাগানো বীজ ও চারা পেঁপেঁ,কলাসহ সব্জি চাষের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।

গত বৃহস্পিতিবার (২৪ শে অক্টোবর) দপুর থেকে আজ শনিবার (২৬শে অক্টোবর) ভোর পর্যন্ত থেমে থেমে প্রবল বৃষ্টি ও ঝড়ো হাওয়ায় কৃষকদের ক্ষেতের আগাম ভুট্টার লাগানো বীজ ও গাছের চারা, তুলা, মরিচ, ফলন্ত পেঁপেঁ গাছ,কলাগাছ ভেঙ্গে পড়েছে এছাড়া ও ক্ষেতের পাকা কাচা ধান ডুবে গেছে ও পড়ে গেছে।

দুই দিনের বৃষ্টি ও ঝড়ো বাতাসে দামড়হুদার আশপাশ এলাকার বিস্তীর্ণ মাঠের পাকা আমন ধানগাছ নুয়ে পড়েছে। পাকা আমন ধান ঘরে তোলার এখনই মোক্ষম সময়। কিন্তু বৃষ্টিতে ধানের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। উপর দিকে ভুট্টা লাগানোর এখনই মোক্ষম সময় গত কিছুদিন ধরে চাষীরা তাদের জমিতে ভুট্টার বীজ লাগিয়েছেন এবং ভুট্টা লাগানোর জন্য জমি প্রস্তুত করছেন টানা বৃষ্টির কারণে আগামী দুই থেকে তিনদিনের মধ্যে রোদ না হলে এসব ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়া ও আবাদ নাবি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে জানান কৃষকরা।

আজ শনিবার সকালে দামুড়হুদা সদর, দেউলী, চিৎলা, গোবিন্দহুদা, হাউলি, জয়রামপুর, তারিনীপুর ও কেশবপুরের মাঠে গিয়ে দেখা যায়, বৃষ্টি ও ঝড়ো বাতাসের কারণে অনেক স্থানে পাকা ও আধাপাকা ধানগাছ, তুলা গাছ মাটিতে নুয়ে পড়েছে, ফলন্ত পেঁপে গাছ উপড়ে পড়েছে, আগাম লাগানো ভুট্টার বীজ ও চারা পানিতে ডুবে গেছে মরিচ, বাঁধাকপি, ফুলকপির চাষকৃত জমিগুলো পানিতে তলিয়ে গেছে এতে ক্ষেতের ফসল নিয়ে ক্ষতির মুখে পড়েছেন কৃষকরা।

দামুড়হুদা উপজেলা সদরের দশমী স্টেডিয়াম পাড়ার কৃষক নুরুল ইসলাম জানান, দেউলী গ্রামের নদীর ওপারের মাঠে তার ১০ কাঠা জমিতে পেঁপেঁ বাগান ও ১ বিঘা জমিতে কলা বাগান ছিল পেঁপেঁ ও কলা মিলে প্রায় ৮০ শতাংশ গাছ ভেঙ্গে পড়েছে এছাড়াও জমির আইলে লাগানো বড় বড় মেহগনি গাছ ছিল সেগুলো মাজা থেকে ভেঙে গেছে, ১০ কাঠা জমিতে লাগানো ভুট্টার বীজ পানিতে তলিয়ে গেছে। এতে তার লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি

হয়েছে। গত বছর এসব ফসলের ভালো দাম পাইনি। এসব নিয়ে হতাশায় ছিলাম। কিন্তু এবার ঝড়বৃষ্টিতে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়ে গেল।

কথা হয় গোবিন্দহুদা গ্রামের কৃষক ডালিম মিয়ার সাথে কাতলা মারির মাঠে তার প্রায় দেড় বিঘা জমিতে গত বুধবার লাগানো ভুট্টার বীজ পানিতে তলিয়ে গেছে, প্রায় এক বিঘা জমির পানের বরজ হেলে গেছে এতে তার আবাদকৃত ফসল নষ্ট হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা করছেন।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শারমিন আক্তার বলেন ঘূর্ণিঝড় দানার প্রভাবে আমার উপজেলায় কৃষকদের বিভিন্ন ফসলের বিশেষ করে আমন ধান ও ভুট্টার চারার যে ক্ষতি হয়েছে আগামীতে ফলন বিপর্যয়ের আশঙ্কা করছি।আমি উপ সহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের বলেছি দ্রুত ক্ষয়ক্ষতির তালিকা নিরূপণ করতে,আমরা যেন দ্রুত কৃষকদের পাশে দাঁড়াতে পারি।যে সমস্ত কৃষকদের ধান পেকে গেছে তারা যেন দ্রুত ধান কেটে রোদে শুকাতে দেয়।

দামুড়হুদায় একটু বৃষ্টি হলেই হাঁটু পানি, নেই পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের কানাইডাঙ্গা গ্রামে অল্প বৃষ্টিতেই পানি জমে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। পানি নিষ্কাশনের কোনো ব্যবস্থা না থাকায় বৃষ্টির পানি হাঁটু পর্যন্ত হয়ে যায়। এতে করে ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে ইস্কুলে যাওয়া কোমলমতি শিশুসহ পথচারীদের। চলাচলের সময় কাদাযুক্ত পানি দিয়ে তাদের যাতায়াত করতে হয়। জমে থাকা পানি পথচারী ও স্কুল শিক্ষার্থীদের জামাকাপড় নষ্ট করে দিচ্ছে। কখনো মোটরসাইকেল আরোহী উল্টে যাচ্ছে, আবার কখনো যাত্রীসহ পানিতে পড়ছে যানবাহন।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, কানাইডাঙ্গা দক্ষিণ পাড়ার রাস্তার মাঝখানে কাদাযুক্ত বৃষ্টির পানি জমে আছে। সড়কের দুই পাশে বসতবাড়ি । কাদাযুক্ত বৃষ্টির পানি দিয়ে লোকজন চলাচল করছে। এলাকাবাসীর

ভাষ্য, সামান্য বৃষ্টিতেই পানি জমে থাকে। ড্রেনেজ ব্যবস্থা না থাকায় জলাবদ্ধতার অন্যতম কারণ।

কানাইডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো শাজাহান আলী বলেন প্রায় ১০০ ঘর মানুষ এখানে বসবাস করে তাদের যাতায়াতের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয় সেই সাথে স্কুলে যাওয়া কোমলমতি শিশুদের যাওয়াটা কষ্ট দায় হয়ে উঠেছে।

স্থানীয় ব্যবসায়ী মো. সামসুল হক বলেন, সামান্য বৃষ্টি হলেই পানি জমে ডোবায় পরিণত হয়। এই জায়গাটি গর্ত থাকার কারণে সেই পানি আর কোনদিকে সরে না। পানি নিষ্কাশনের কোনো ব্যবস্থা না থাকায় পানি জমে কাদাযুক্ত হয়ে যায়। সামান্য বৃষ্টিতেই পানি জমে এ দুর্ভোগে পড়েন এই সড়কে চলাচলকারী পথচারী ও যানবাহনের চালকরা।

স্থানীয় বাসিন্দা হাফিজুর রহমান বলেন,একটু বৃষ্টি হলেই এ জায়গায় হাঁটু পর্যন্ত পানি জমে থাকে। এক দিনের মধ্যে পানি আর কাদায় একাকার হয়ে যায়। ফলে ভোগান্তি পোহাতে হয় জনগণের। অল্প জায়গায় মাটি ভরাট অথবা পাকাকরণ করে পানি নেমে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেই আর এমন হতো না।

জনদুর্ভোগ নিরসনে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোছাঃ মমতাজ মহলের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন এলাকাবাসী।

দামুড়হুদায় উপজেলার নবাগত ইউএনও এবং ওসিকে ফুলের শুভেচ্ছা

দামুড়হুদায় মানব সেবা সেচ্ছায় রক্তদান সংগঠনের পক্ষথেকে দামুড়হুদা উপলেজার নাবাগত উপজেলা নিবাহী কর্মকর্তা মোছাঃ মমতাজ মহল ও দামুড়হুদা মডেল থানার নবাগত অফিসার ইনচার্জ ওসি হুমায়ুন কবির কে ফুলের শুভেচ্ছা জানানো হয়।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার দুই নবাগত কর্মকর্তার কার্যালয়ে এ

শুভেচ্ছা প্রদান করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা মানব সেবা সেচ্ছায় রক্ত দান সংগঠনে সভাপতি এনামুল হক, সেক্রেটারি জাহিদুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক আকাশ মিয়া, দামুড়হুদা সদর ইউনিয় শাখার সভাপতি তালহা জুবায়ের, অর্থ সম্পাদক আকরাম মিয়া, সাংগনিক সম্পাদক আহসাফ মিয়া, প্রাচার সম্পাদক সাকিব মিয়া, হাউলী ইউনিয় শাখার সভাপতি জহিরুল ইসলাম, সেক্রেটারি আল আমিন, অর্থ সম্পাদক রিওন, কারপাসডাঙ্গা ইউনিয়ন সভাপতি রাহিমুল্লাহ, জুড়ানপুর ইউনিয় শাখার সহ সভাপতি বাবুল মিয়া, সহ সেক্রেটারি আবির, নাটুদাহ ইউনিয়ন শাখার সহ সভাপতি হুসাইন মিয়া, সেক্রেটারি আহাদ আলী, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয় শাখার সভাপতি রাহিমুল্লাহ, দপ্তর সম্পাদক আল আমিন রজব প্রাচার সম্পাদক আবু জিহাদ সিফাত, ক্রিয়া সম্পাদক রাব্বি, আব্দুল ওদুদ শাহ ডিগ্রী কলেজ শাখার সভাপতি আকাশ মিয়া, অর্থ সম্পাদক হাফিজুর রহমান, প্রাচার সম্পাদক রিফাত মিয়া সহ রক্তদান সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও যুব রেডক্রিসেন্ট সৌসাইটির দামুড়হুদা উপজেলার যুব প্রধান মোঃ আব্দুর রহিম প্রমূখ।

ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করায় দামুড়হুদার হাউলী ইউনিয়নে আনন্দ মিছিল

ছাত্রলীগকে সরকার নিষিদ্ধ করায় দামুড়হুদার হাউলী ইউনিয়নের যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদলের নেতৃত্বে আনন্দ মিছিল করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টার দিকে তারা জয়রামপুর থেকে মিছিল নিয়ে হাউলী ইউনিয়নের প্রত্যেক টা গ্রাম ঘুরে জয়রামপুর এসে সমাবেশ করে।

মিছিলে তারা বলেন এই মুহূর্তে খবর এলো-ছাত্রলীগ নিষিদ্ধ হলো, ছাত্রলীগ জঙ্গি খুনি হাসিনার সঙ্গী, দিয়েছি তো রক্ত আরও দেবো রক্ত, ছাত্রলীগ গর্তে, খুনি হাসিনা ভারতে, হই হই রই রই, ছাত্রলীগ গেলি কই, আপস না সংগ্রাম? সংগ্রাম সংগ্রাম, এসব স্লোগান দেন।

এসময় নেতারা অন্তর্বর্তী সরকারের এ সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানায়। কারণ, ছাত্রলীগ সারা বাংলাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল। তারা হত্যাকাণ্ড, গুম, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, শিক্ষার্থী নির্যাতন, টেন্ডারবাজি এবং অন্যান্য অপরাধে জড়িত ছিল। আওয়ামী লীগের সব সহযোগী সংগঠনকে নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

এসময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক আবু নোমান পাপন, দামুড়হুদা উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক রকিবুল হাসান তোতা, সদস্য দেলোয়ার হোসাইন, হাউলী ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুল হক, সদস্য রাকিব হাসান, সোলায়মান হক, হাউলী ইউনিয়ন কৃষক দলের সাংগঠনিক সম্পাদক আমিরুল ইসলাম, দামুড়হুদা থানা যুবদলের সদস্য মেজবাহুল হক সুমন, যুবদল নেতা আরিফুল ইসলাম আরিফ, জাহিদুল ইসলাম, লাজিব সিদ্দিকী, নাজমুল, রব, মহাসিন, নয়ন।

আরো উপস্থিত ছিলেন হাউলী ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি ফারুক হোসাইন বাবু, সাধারণ সম্পাদক তামিম বিশ্বাস, সাংগঠনিক সম্পাদক ফারুক মল্লিক, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক রকিবুল ইসলাম রকি, দপ্তর সম্পাদক নাবিদ ফয়সাল, সদস্য আশরাফুল, নয়ন, জসিম, শাকিল, কিরণ, স্বপন, সাগর, স্বাধীন, সায়েম, আলিফ প্রমুখ।

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গা কলেজের সভাপতি হলেন মনিরুজ্জামান মনির

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি হিসেবে মনোনীত হয়েছেন দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সভাপতি, সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান, সমাজ সেবক মো.মনিরুজ্জামান মনির। এ মনোনয়ন দিয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর।

দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও কার্পাসডাঙ্গা কলেজের গর্ভনিং

বডির সভাপতি মোঃ মনিরুজ্জামান মনির বলেন, আমাকে যেহেতু কার্পাসডাঙ্গা কলেজের সভাপতি হিসেবে মনোনীত করেছেন আমি এই কলেজের শিক্ষার মানউন্নতি করতে যা যা করণীয় আপ্রাণ চেষ্টা করে যাব। সেই সাথে আমি যেন সততার সাথে দায়িত্ব পালন করতে পারি তার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

দামুড়হুদায় ঘাসমারা বিষ দিয়ে ৫ বিঘা ধান পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের কানাইডাঙ্গা গ্রামে পূর্বশত্রুতার জেরে ফলন্ত ৫ বিঘা জমির ধানে ঘাস মারা বিষ দিয়ে পুড়িয়ে দেবার ঘটনা ঘটেছে।

জানা গেছে, কানাই ডাঙ্গা গ্রামের বাহার আলীর ছেলে রজব আলীর সাথে একই গ্রামের কলিম উদ্দীন মাস্টারের ছেলে কামরুল গংয়ের সাথে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ চলে আসছে। জমির মালিক রজব আলী জানান কামরুলদের সাথে আমাদের জমি নিয়ে মামলা মোকর্দ্দমা বিজ্ঞ আদালতে চলমান। আমাদের জমি। সকল বৈধ কাগজপত্র সব আমাদের। আমরা আমাদের জমি ভোগদখল করে চাষাবাদ করে আসছি। তারা জাল কাগজ করে নিজেদের দাবী করে আসছে আমরা বলেছি তোমরা আদালয়ের রায় পেলে আমরা জমি তোমাদের হলে ছেড়ে দেবো। কিন্তু তারা জানে জমি তারা কখনো পাবেনা। তাই তারা বারবার আমাদের ফসল পুড়িয়ে দিচ্ছে। বিজ্ঞ আদালতের রায় পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করতে পারছেনা।গত সোমবার রাতে কলিম মাস্টারের ছেলে কামরুল, জান মোহাম্মদ মোল্লার ছেলে সিদ্দিক, আয়ুব পালের ছেলে আহসান, আব্দুল হামিদ পালের ছেলে আজিজুল পাল সহ তার সাঙ্গপাঙ্গরা মিলে রাতের আঁধারে বারাকপুর মাঠে ২ বিঘা জমির লালস্বর্ন ধান ঘাসমারা বিষ দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে।

আমরা এ ঘটনায় দামুড়হুদা মডেল থানায় গতকাল মঙ্গলবার একটি লিখিত অভিযোগ করেছি। আজ বুধবার সকালে আবারো আতাতলার মাঠ ও খালের ধারে মাঠে এসে দেখছি আরো তিন বিঘা জমির পুরো ধান তারা রাতের আঁধারে

পুড়িয়ে দিয়েছে। এ নিয়ে তারা ৫ বার আমাদের ফসল পুড়িয়ে দিলো। আমরা কৃষক মানুষ। কি করে খাবো। ন্যায় বিচারের আশায় আজ দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছি। তাদের কি বিচার হবেনা। তারা কি টাকার জোরে পার পেয়ে যাবে। তারা পারলে ফসল পাকার পর কেটে নিয়ে গেলে তাও তো মনকে বুঝ দিতে পারতাম যে তারা ধান খেয়ে তাদের সংসার চালাবে। এরকম ফলন্ত ফসল পুড়িয়ে দিলে মনকে কি বলে সান্তনা দেবো।

এ বিষয়ে জানতে কামরুলের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাকে বাড়িতে পাওয়া যায়নি।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি)হুমায়ন কবিরের সাথে কথা বললে তিনি জানান বিষয়টা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। তদন্ত শেষে যথাযথ আইনগত ব্যাবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।